বঙ্গবন্ধু অমনিবাস

বঙ্গবন্ধু অমনিবাস

সম্পাদনা

ফারুক মাহমুদ

বঙ্গবন্ধু অমনিবাস
সম্পাদনা : ফারুক মাহমুদ

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
সম্পাদক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৮৭৫ টাকা

Bangabandhu Amanibas edited by Farook Mahmud Published By Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 875 Taka RS: 875 US 40 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-94933-0-3

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www. kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

যাঁদের রক্তে
যাঁদের ত্যাগে
লাল সবুজের এই পতাকা

ভূমিকা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বেঁচে থাকা ছিল মাত্র ৫৪ বছর। এই স্বল্পায়ু জীবনে কত জীবনের পরিধি, শত জনমের সাফল্য!

এ যেন স্বচ্ছ কাচের মতো।

স্বচ্ছ কাচে যদি আলো পড়ে, বিচ্ছুরিত হয় নানা রং। কত আভা! রঙের মাধুর্য যারা দেখে, তারা আন্দোলিত হয়, হয় আনন্দিত, মুগ্ধ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তেমনই এক টুকরো স্বচ্ছ কাচ। ছোট আলো, বড় আলো—এতে দীপ্তি পেয়েছে শত শত আলোর আকাশ।

এক সপ্রতিভ বালক—বন্ধুবৎসল, স্থানবিশেষে প্রবল প্রতিবাদী। খোকা, বাবা-মায়ের চোখের মণি। কেউ ডাকে 'মুজিবর', কারও কারও 'মুজিব ভাই'।

রাজনীতির মাঠের সামান্য কর্মী, হতে হতে হয়ে উঠলেন আপসহীন রাজনীতিক। দেশ-জনতার কেন্দ্রমানুষ—বঙ্গবন্ধু, জাতির পিতা। জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা, স্থপতি। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা। সাহস, মেধা, নিষ্ঠা, প্রজ্ঞা, দার্শনিকতা—সব মিলিয়ে তিনি বিশ্বনেতা। মুক্তিকামী মানুষের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

যা হলো নিরেট দেশপ্রেম, যা হলো মানবপ্রীতি, যা হলো অটল আদর্শ—এসব নদীস্রোত মিলেছে এক সাগরসন্ধিতে। অশেষ এই জলস্থানের নাম শেখ মুজিবুর রহমান। আবার তিনি পাহাড়ও। পাহাড় হচ্ছে ভূ-প্রকৃতির অবিচল অঙ্গ। মালার ফুলের মতো তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অন্যসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিবিড় নীরব এক নিসর্গবন্ধন।

পাহাড়ের পাদদেশে যুক্ত থাকে ইতিহাসধারা, সভ্যতার গতিচিহ্ন, মানুষের সফল-বিফল সংগ্রামের বাঁক-উপবাঁক। কতশত ঝড় আসে। শেষাবধি পাহাড় তো পাহাড়ই থাকে। সন্তের ধ্যানের মতো সময়ের কীর্তিগুলো ভালোবেসে বুকে তুলে রাখে।

গ্রেফতারের পেছনে গ্রেফতার, এক কারাবাস জুড়েছে আরও আরও কারাবাসের সঙ্গে। কতবার ষড়যন্ত্রের জাল, কতবার ফাঁসির দড়ি। জীবন এবং মৃত্যু ছিল বঙ্গবন্ধুর কাছে সমান্তরাল। বারবার মৃত্যুর খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে তিনি গেয়েছেন জীবনের জয়গান। মানুষের ভালোবাসা, মানুষের প্রতি ভালোবাসা—তাঁর পাথেয় এবং পথ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একজন মহান রাজনীতিকের নাম। তিনি রাজনীতিকে প্রচলিত ধারা থেকে আলাদা করে সৃজন ও মননের বিষয় করে তুলেছিলেন। প্রথমত এবং মূলত তিনি রাজনীতিক হলেও তাঁকে বলা হয় 'রাজনীতির কবি'। কবি তিনি, যার প্রজ্ঞার বহুমুখিতা তৈরি করে সৃজনসৌন্দর্য। বঙ্গবন্ধু ছিলেন রাজনীতির সৃজনশীল মানুষ। তিনি শিল্পমানুষ এবং শিল্পের মানুষ।

বঙ্গবন্ধু কী করে শিল্পমানুষ?

দৃঢ় করে বলা যায়, শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির শিল্প-সংস্কৃতির এক আকর-উৎস। সুকুমার শিল্পের এমন কোনো শাখা-প্রশাখা নেই, যেখানে তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপস্থিতির ছায়া-আলো পড়েনি। বিষয়টি নিরেট সত্যি। তাঁকে নিয়ে কবিতা লেখা হয়েছে অগণন। লেখা হচ্ছে, হবেও। সমকালে এমন কোনো কবি নেই, যার কবিতায় দীপ্তি পায়নি শেখ মুজিবের নাম, তাঁর অসামান্য কীর্তিগাথা। কবে, কোন কবি প্রথম কবিতা লিখেছেন—বিষয় বঙ্গবন্ধু, এটা নিয়ে গবেষণা হতে পারে, হোক। সম্প্রতি এক তথ্যে জানা যায়, ১৯৫৮ সালের ১৭ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি কবিতা লেখা হয়, এর লেখক মহিউদ্দিন আহমেদ। গোপালগঞ্জের সহকারী সার্ভে ইন্সপেক্টর থাকার সময় তিনি কবিতাটির কিছু অংশ চিঠি আকারে লিখে বঙ্গবন্ধুকে পাঠিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু তখন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। আরও জানা যায়, কবিতাটির মূল রচনাকাল ১৯৪৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর। সেই সময় বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জ জেলে বন্দি।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অনেক গান লেখা হয়েছে। গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, যাত্রা—এসবের সংখ্যাও বিপুল। রং-তুলিতে তিনি চিত্রিত হয়েছেন, দেশে-বিদেশে স্থাপিত হয়েছে তাঁর বহু ভাস্কর্য। বঙ্গবন্ধু গণমানুষের নেতা। তারই প্রতিফলন দেখি লোককবিতায়। তাঁকে নিয়ে লেখা হয়েছে পুঁথি, জারিগান। ছড়া লেখা হয়েছে অজস্র। কিছু গান, কবিতা, ছড়া মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

বঙ্গবন্ধু শিল্পের মানুষ হলেন কোন বিবেচনায়?

রাজনীতি, তা যদি হয় মানুষের সার্বিক মুক্তির পক্ষে, তাহলে সেখানে চলিষ্ণুতা থাকে, উত্তাপ থাকে। বঙ্গবন্ধু চিরকাল মানুষের অধিকার, মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছেন। তাঁকে হাঁটতে হয়েছে শাসক-শোষকের জ্বালিয়ে রাখা গমগমে আগুনের ওপর পা রেখে। আগুনের আছে দাহিকা-স্বভাব। বঙ্গবন্ধু সেই আগুন আলোতে রূপান্তর করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতোই প্রত্যাশা করেছেন, 'আরও আলো, আরও আলো...'। আলোর অনন্ত তৃষ্ণা, এর বহুবর্ণ বিকিরণে বঙ্গবন্ধুর বোধে জন্ম হয়েছে সুকুমারবৃত্তের এমন এক জলস্থান, এখানে আকাশের ছায়া হেসে থাকে, আলো-ঢেউয়ে নাচে উৎফুল্ল জীবন। এ জলস্থানের আছে বহু শাখা-উপশাখা। কোনোটা ছন্দের, সুরের, রঙের।

বঙ্গবন্ধু নিজে কোনো কবিতা লিখেছেন কি না, এমন তথ্য আমাদের জানা নেই। তবে তাঁর রসবোধ ছিল অসাধারণ। যারা তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছেন, তাদের কাছ

থেকে জানা যায়, কোনো মজার ঘটনা বা উপলক্ষ্য এলে তিনি মুখে মুখে ছড়া কাটতেন। তাৎক্ষণিক উচ্চারিত সেইসব ছড়া অনেকের স্মৃতিসম্পদ হয়ে আছে। তিনি কবিতা পড়তেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম—এঁদের অনেক কবিতা বঙ্গবন্ধুর মুখস্থ ছিল। তাঁর কাব্যবোধের পরিশীলিত স্বচ্ছতা ও গভীরতা বিস্ময় জাগানিয়া।

বাঙালির সৌভাগ্য, বঙ্গবন্ধুর লেখকসত্তাটি আবিষ্কৃত হয়েছে। *আমার দেখা নয়া চীন*, এটি শেখ মুজিবুর রহমানের সরাসরি লেখা প্রথম বই। এটি প্রচলিত ধারার কোনো ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে চীন তখন গড়ে উঠছে। বঙ্গবন্ধু দেখতে চেয়েছেন সফল বিপ্লবের মধ্যদিয়ে সার্বভৌমত্ব পাওয়া একটি দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক গঠন কীভাবে দানা বাঁধছে। তিনি সাধারণ মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনটা আঁচ করতে তাদের সঙ্গে মিশেছেন, কথা বলেছেন। এসব থেকে নিজের একটা মানসভূমি তৈরির চেষ্টা করেছেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের আরও দুটো বই আমাদের অবশ্যপাঠ্য হিসেবে বিবেচিত হয়—*অসমাপ্ত আত্মজীবনী* এবং *কারাগারের রোজনামচা*। কারাগারে লেখা রুলটানা খাতা, এগুলো থেকে দুটো বই হয়েছে। এমন বিস্ময়ঘটনা! কোনো লেখ্যসূত্র নেই, একেবারে স্বস্মৃতি থেকে লেখা! কত ঘটনা, কত চরিত্র! সন-তারিখ উল্লেখে কোনো ভুল নেই। সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা গ্রন্থ দুটিতে একজন খাঁটি লেখকের কলমদক্ষতা লক্ষ করা যায়। বই দুটির স্থানে স্থানে লেখকের ভাবুকতা, সংবেদনশীলতা, প্রকাশ-স্বচ্ছতা পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতার পদধ্বনি শোনা যায় ঘটনা ও এর বর্ণনার মুনশিয়ানায়। আছে সংকেত, চিত্রকল্প, রূপক-আশ্রিতা। তাঁর কালের রাজনৈতিক ইতিহাসের তথ্যসূত্র আছে, আছে সাহিত্যের নানা বৈশিষ্ট্যও। লেখার অধিকাংশ স্থানে লেখকের কাব্যানুভূতির উপস্থিতি আঁচ করা যায়। *কারাগারের রোজনামচায়*, একস্থানে দেখি, জেলখানার মোরগের হাঁটা-চলাকে বঙ্গবন্ধুর মনে হয়েছে—রাজকীয় ভঙ্গিতে গৌরবের সঙ্গে ঝুঁটি ফুলিয়ে হাঁটছেন কোনো বীর। উপমায়, চিত্রকল্পে কবিতা হয়ে ওঠা এমন অনেক বর্ণনা এই গ্রন্থে রয়েছে।

*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*র এক জায়গায় আছে—দিল্লি বেড়াতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর সফরসঙ্গীরা দেখতে যাবেন প্রাসাদ, দুর্গ; তিনি দেখবেন তানসেনের বাড়ি। গিয়েছেনও সুরসাধকের পাহাড়ের ওপর নির্জন সেই গৃহে। বঙ্গবন্ধু অনুভব করার চেষ্টা করেছেন তানসেনের স্মৃতিসুরভি। শেখ মুজিবের হৃদয়সংবেদনের এমন বহু উদাহরণ পাওয়া যায় তাঁর জীবনের নানা ঘটনায়।

বাঙালি স্বভাবগতভাবেই আবেগপ্রবণ। এটা শুধু প্রায়োগিক নয়, শৈল্পিকও। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সকল শ্রেণি-পেশা, ধর্ম-গোত্রের মানুষের সার্বিক মুক্তির প্রশ্নে, স্বাধীনতার প্রশ্নে অভিন্ন আবেগের সুতোয় গাঁথতে পেরেছিলেন। তিনি রাজনীতির মঞ্চে, মাঠের অগণিত জমায়েতে বক্তৃতা করেছেন, ভাষণ দিয়েছেন বিশাল বিশাল

জনসমুদ্রে। তাঁর প্রতিটি ভাষণ-বক্তৃতায় প্রখর যুক্তির সঙ্গে মিলেছে আবেগের আলো। বিশেষ করে একাত্তরের ৭ই মার্চ, ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (এখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, এর প্রতিটি বাক্যে, প্রতিটি শব্দে সাহসের উচ্চারণে সংগঠিত, লালিত্যমাখা, উজ্জ্বল, স্বচ্ছ। আঞ্চলিক এবং লোকজ শব্দের ব্যবহারের দক্ষতায় পুরো ভাষণটিই কাব্যময়তায় পূর্ণ। মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনার এই ভাষণটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলোর অন্যতম। এতে রাজনীতির কড়া কথার সঙ্গে মিশেছে কাব্যিক শ্রুতিও।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বসাহিত্যের পাশাপাশি ইতিহাস, দর্শনের অনুসন্ধানী পাঠক ছিলেন। জেলে যখন থাকতেন, কেউ কিছু পাঠাতে চাইলে তিনি শুধু বই চাইতেন। তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারটি ছিল বিস্ময়করভাবে সমৃদ্ধ। বঙ্গবন্ধু গান খুব পছন্দ করতেন। পারিবারিক সম্মিলনে তিনি নিজে গান করেছেন এমন প্রমাণও আছে। রবীন্দ্র ও নজরুলসংগীত ছিল প্রিয়, প্রিয় ছিল পল্লিগীতি লোকসংগীত।

বঙ্গবন্ধু রাজনীতির এক বিশাল মহীরুহ। এই মহীরুহের শাখা-পত্র ছিল সাহিত্য, শিল্পকলার নান্দনিকতার ছায়া-ফুলে উজ্জ্বলিত। সব মিলিয় তিনি শিল্পমানুষ, শিল্পের মানুষ।

বঙ্গবন্ধু অমনিবাস শীর্ষক এই গ্রন্থ একটি সংকলন। এতে সংযুক্ত হয়েছে বঙ্গবন্ধু-বিষয়ক নানা শ্রেণির লেখা। এটি নির্বাচিত লেখার সংকলন নয়। বিষয়ভিত্তিক লেখা সংকলিত হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখা সংকলনের পরিধিসীমাবদ্ধতার কারণে সংযুক্ত করা গেল না।

বৃহদাকার এই সংকলনগ্রন্থটি প্রকাশে কবি-প্রকাশক সজল আহমেদ-এর উৎসাহ এবং আগ্রহ ছিল মূল চালিকাশক্তি। খ্যাতিমান শিল্পী সব্যসাচী হাজরা সংকলনের প্রচ্ছদ করে দিয়েছেন অতি দ্রুততায় এবং গভীর দরদে। প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

ফারুক মাহমুদ
জানুয়ারি ২০২৪

সূ চি প ত্র

প্র ব ন্ধ

বঙ্গবন্ধুর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা • আবু জাফর শামসুদ্দীন ১৭
'যোগ্যতা অর্জন করুন সব পাবেন'—বঙ্গবন্ধু • নীলিমা ইব্রাহীম ২১
বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এবং কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা • সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ ২৪
মুজিব মানে মুক্তি • কবীর চৌধুরী ৩২
মানবতাবাদী মুজিব • কে এম সোবহান ৩৮
এবারের সংগ্রাম • সরদার ফজলুল করিম ৪৫
বঙ্গবন্ধু : ইতিহাসের মহানায়ক • সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন ৫৩
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে কিছু কথা • মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ৬২
ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা • গাজীউল হক ৭৫
শান্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু • আলী আকসাদ ৭৯
জন্মশতবর্ষে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ • আনিসুজ্জামান ৮৩
বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ : একটি অনুপুঙ্খ পাঠ • শামসুজ্জামান খান ৮৭
মা হওয়ার পরও আব্বা আমাকে ভাত মেখে খাওয়াতেন • শেখ হাসিনা ৯৮
বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু : তরুণদের স্বপ্ন • সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ১০৪
বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সমার্থ • আতিউর রহমান ১০৯
বঙ্গবন্ধুর কন্যা, এ আমার অহঙ্কার... • শেখ রেহানা ১২২
বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ • বিশ্বজিৎ ঘোষ ১৩৩
লেখক শেখ মুজিবুর রহমান • আহমাদ মাযহার ১৩৮

গ ল্প

ইতিহাসের কণ্ঠস্বর • আবুল ফজল ১৪৯
দুই সঙ্গী • শওকত ওসমান ১৫৭
মৃত্যু-সংবাদ • আবু ইসহাক ১৬৩
২৫ মার্চ এবং হিন্দু-মুসলমানের গল্প • সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৬৯
দীর্ঘ অশ্রুপাত • রাহাত খান ১৭৭

ফিরে তাকাতেই দেখি • বিপ্রদাশ বড়ুয়া ১৮০
শেষটাই সত্য • রশীদ হায়দার ১৮৮
শেষ ঠিকানায় যাত্রা • সেলিনা হোসেন ১৯৮
হায়েনার রাত • শিহাব সরকার ২০৫
নেতা যে রাতে নিহত হলেন • ইমদাদুল হক মিলন ২১৬
সেদিন সাতই মার্চ • রফিকুর রশীদ ২২১
পিতৃপরিচয় • জাকির তালুকদার ২২৭
কালো ভোর • আনিসুল হক ২৩৬
রক্তাক্ত অগ্নি • নাসরীন জাহান ২৪২
লিমপেট মাইন • মনি হায়দার ২৪৯
কাদাজলের আগুন • স্বকৃত নোমান ২৫৫

না ট ক

শ্রাবণ ট্র্যাজেডি • আনন জামান ২৬৫

উ প ন্যা স

দুধের গেলাশে নীল মাছি • সৈয়দ শামসুল হক ২৯৭

ভা ষ ণ

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ৩৫৯
১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ ৩৬২
১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে
বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ ৩৬৬
প্রথম জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪, ঢাকা ৩৬৯
জাতিসংঘে বাংলায় প্রদত্ত ভাষণ ৩৭২

সা ক্ষা ৎ কা র

প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ • ডেভিড ফ্রস্ট ৩৮১
রহমান, ফাদার অব বেঙ্গল • নাগিসা ওসিমা ৩৯৩

চি ঠি

বঙ্গবন্ধুর লেখা চিঠি ৩৯৯

ক বি তা

বঙ্গবন্ধু • জসীমউদ্‌দীন ৪০৯; ডাকিছে তোমারে • সুফিয়া কামাল ৪১২; থাকো আরও কিছুদিন থাকো • আবুল হোসেন ৪১৩; সে নাম মুজিব • সিকান্দার আবু জাফর ৪১৪; বীর নেই, আছে শহিদ • হাসান হাফিজুর রহমান ৪১৬; পিতার প্রতি • সৈয়দ শামসুল হক ৪১৭; ধন্য সেই পুরুষ • শামসুর রাহমান ৪১৯; বঙ্গবন্ধুকে • আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী ৪২১; কোন ছবিগুলি • জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ৪২৩; হন্তারকদের প্রতি • শহীদ কাদরী ৪২৪; তিনি এবং আমাদের স্বপ্ন • কায়সুল হক ৪২৫; মানব মহান • বেলাল চৌধুরী ৪২৬; এ কেমন জন্মদিন • আসাদ চৌধুরী ৪২৮; এই সিঁড়ি • রফিক আজাদ ৪৩০; খোকনের সানগ্লাস • হুমায়ুন আজাদ ৪৩১; অভিন্ন রূপক ও বাস্তবে • সিকদার আমিনুল হক ৪৩৩; মুছে দেব সমস্ত শৈবাল • অরুণাভ সরকার ৪৩৪; মুজিব একটি গাছের নাম • রবিউল হুসাইন ৪৩৫; কফিনকাহিনি • মহাদেব সাহা ৪৩৬; আমি আজ কারও রক্ত চাইতে আসিনি • নির্মলেন্দু গুণ ৪৩৭; জাতির জনক • রুবী রহমান ৪৩৮; পঙ্‌ক্তি, পনেরো আগস্ট • সানাউল হক খান ৪৩৯; হাজার বছর পরে বঙ্গবন্ধু • মাহবুব সাদিক ৪৪০; আমি অপেক্ষা করছি • হাবীবুল্লাহ সিরাজী ৪৪১; যিসাস মুজিব • মুহম্মদ নূরুল হুদা ৪৪৩; মেঘনাদ কণ্ঠ • মুজিবুল হক কবীর ৪৪৪; ডাকাতের নৌকা • ফারুক মাহমুদ ৪৪৬; টুঙ্গিপাড়া গ্রাম যদি • বিমল গুহ ৪৪৭; গুলিবিদ্ধ বাংলাদেশ • নাসির আহমেদ ৪৪৮; তুমি চলে গেছ বলে • ত্রিদিব দস্তিদার ৪৪৯; জন্মদিন • মোহাম্মদ সাদিক ৪৫০; বঙ্গবন্ধুর ছায়া • ইকবাল আজিজ ৪৫১; পিতা যিনি অগ্নিপুত্র • আসাদ মান্নান ৪৫২; পিতা, আজ আমাদের শাপমুক্তি • মুহাম্মদ সামাদ ৪৫৩; সমার্থ বাংলাদেশ • ফরিদ আহমদ দুলাল ৪৫৫; তুমি জেগে আছ তাই • মিনার মনসুর ৪৫৬; তামা গলানোর সাহসী মানুষ • গোলাম কিবরিয়া পিনু ৪৫৭; মাতৃভূমি, কী যেন তোমার নাম ছিল? • তারিক সুজাত ৪৫৮; জন্মঋণ থেকে উত্থিত • মতিন রায়হান ৪৬০; পিতা • হাসান মাহমুদ ৪৬১; হাইফেনের ফাঁকে • সরকার আমিন ৪৬২; প্রাণপুরুষ • হারিসুল হক ৪৬৩; মহাকাব্যের ট্র্যাজেডি • টোকন ঠাকুর ৪৬৪; জন্মেছি বঙ্গবন্ধুর কালে • ওবায়েদ আকাশ ৪৬৫; ১৫ই আগস্ট • সজল আহমেদ ৪৬৬; সহজ স্বীকারোক্তি • আদিত্য নজরুল ৪৬৭

ছ ড়া

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে • অন্নদাশঙ্কর রায় ৪৭১; মুজিব • রোকনুজ্জামান খান ৪৭২; শেখ মুজিব • ফয়েজ আহ্‌মদ ৪৭৩; একটি মুজিব চাই • সুকুমার বড়ুয়া ৪৭৪; প্রতিশোধ • শামসুল ইসলাম ৪৭৫; বঙ্গবন্ধু • রফিকুল হক ৪৭৬; সোনার বরণ ছেলে •

আখতার হুসেন ৪৭৭; অঙ্গীকার • আলতাফ আলী হাসু ৪৭৮; রাখাল রাজার জন্য • খালেক বিন জয়েন উদ্‌দীন ৪৭৯; মহান মুজিবুর • আলম তালুকদার ৪৮০; জাতির জনক • নাসের মাহমুদ ৪৮১; বাধ্য • আসলাম সানী ৪৮২; পৃথিবী অবাক হয় • ফারুক নওয়াজ ৪৮৩; চির অম্লান • সুজন বড়ুয়া ৪৮৪; তোমার জন্য • রহীম শাহ ৪৮৫; মুজিবের নাম • লুৎফর রহমান রিটন ৪৮৬; ইতিহাস • রাশেদ রউফ ৪৮৮; রাখাল রাজা • আমীরুল ইসলাম ৪৮৯; তিনি আমাদের • আনজীর লিটন ৪৯০; চিরকালের বন্ধু • তপন বাগচী ৪৯১; পিতা • রোমেন রায়হান ৪৯২; শেখ মুজিবের নাম • সারওয়ার-উল-ইসলাম ৪৯৩

গা ন

বাউলগানে বঙ্গবন্ধু ৪৯৭
বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গান ৫০৪
বঙ্গবন্ধুর প্রিয় গান ৫০৯

জা রি

মুক্তিযুদ্ধের জারি • বশিরউদ্দিন সরকার ৫১৯

বা ণী

বঙ্গবন্ধুর বাণী ৫২৫

যা ত্রা পা লা

বাংলার মহানায়ক • মিলন কান্তি দে ৫৩৫

চি ত্র ক র্ম

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে চিত্রকর্ম ৫৫১

প্রবন্ধ

বঙ্গবন্ধুর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা

আবু জাফর শামসুদ্দীন

ভারত বিভাগ ছিল বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ মারাত্মক পদাঘাত। পাকিস্তান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই সৃষ্টি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময় থেকে যে Divide and rule 'ভাগ করো এবং শাসন করো' নীতি অনুসৃত হচ্ছিল তারই চূড়ান্ত সাফল্য পাকিস্তান নামক জারজ রাষ্ট্রটির উদ্ভবের মধ্যে প্রকট। ভারতবর্ষের সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের কল্যাণের বিশেষ লক্ষ্যে পাকিস্তান সৃজিত হলে আজ ভারতে প্রায় দশ কোটি মুসলমানের অবস্থান দেখতে পাওয়া যেত না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ দুর্বল হয়ে পড়লেও কূট-কৌশলে তারা তখনও ওস্তাদ খেলোয়াড়। তারা দুটি বিশেষ লক্ষ্যে পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রতি উৎসাহ এবং পরিণামে দেশ বিভাগের যন্ত্ররূপে কাজ করে। প্রথম লক্ষ্য ছিল ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে স্থায়ী বৈরিতার সৃজন, যাতে পারস্পরিক কলহে লিপ্ত উভয় এ্যানার্জি এবং সম্পদ ক্ষয় হয় এবং উভয় দেশ শিল্পোন্নত সাম্রাজ্যবাদী জোটভুক্ত অঞ্চলে উৎপন্ন পণ্যের বাজার এবং কাঁচা মালের জোগানদার থেকে যায়। মধ্যপ্রাচ্যের লাগোয়া পাকিস্তানের পশ্চিমাংশকে ঐ অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদের নতুন বরকন্দাজরূপে নিয়োগ এবং পূর্বাংশ পূর্ববঙ্গকে ভারতের গায়ে খোঁচাবার আলপিনরূপে ব্যবহার করা ছিল দ্বিতীয় লক্ষ্য। বিভাগের পরেও ভারত বিশাল দেশ। তার প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জনবলও বিপুল। তাই পাকিস্তানের সঙ্গে তিন তিনটি যুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ভারতে উক্ত দুটো লক্ষ্যের কোনোটি পুরোপুরি সফল হয়নি।

পাকিস্তান তার জন্মলগ্ন হতেই সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের উভয় লক্ষ্য মোটামুটি পূরণ করে আসছে। ১৯৫৬ সালে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং ইসরায়েল সম্মিলিতভাবে মিসর আক্রমণ করে। ঐ সময়ে 'ইসলামি' রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রকাশ্যেই আক্রমণকারী সাম্রাজ্যবাদী জোটকে সমর্থন করে। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে গঠিত বাগদাদ, সেন্টো, সিয়াটো, প্যাক্টের সদস্যরূপে পাকিস্তান সাধারণভাবে এশিয়া-আফ্রিকার নিপীড়িত মানুষের বিরুদ্ধে এবং বিশেষভাবে সমগ্র পৃথিবীর মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। পূর্বাংশ পূর্ববঙ্গের বাঙালি ছিল পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার বৃহদাংশ। সাম্রাজ্যবাদের বশংবদ এজেন্টরূপে পাকিস্তান তার পূর্বাঞ্চলের বাঙালি অধিবাসীদের সঙ্গে জন্মলগ্ন থেকেই বৈষম্যমূলক ব্যবহার শুরু

করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান নিজেই হয়ে ওঠে একটি ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। পশ্চিম পাকিস্তান হলো ঐ খুদে সাম্রাজ্যের মেট্রোপলিস। আর বাঙালির বাসভূমি পূর্ববাংলাকে তার কলোনিতে পরিণত করা হলো। এ কার্যে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক শ্রেণির সহায়ক এবং জুনিয়র পার্টনার হলো পবিত্র ইসলামের ধ্বজাধারীরূপে আবির্ভূত একালের আবু সুফিয়ান মাবিয়া মারোয়ানের দল মুসলিম লীগের ভণ্ড মোনাফেকগণ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা বিশ্লেষণ করার সময় উক্ত পশ্চাদভূমি স্মরণ রাখা আবশ্যক মনে করি। বাল্যকালে মানুষের মনটি থাকে সহজ-সরল। বালক বয়স্কদের কথায় আস্থা রাখে। কথা ও কার্যের অসংগতি ধরা পড়ে অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও অপরিণত বয়সে ভারত বিভাগের পশ্চাতে যে রয়েছে গভীর সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র তা উপলব্ধি করতে পারেননি। মি. জিন্নাহ এবং স্থানীয় বাঙালি সহযোগীদের দ্বারা অপরিণত বয়সে তিনি বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু দেশ বিভাগের পরে ১৯৪৮ সালেই তাঁর বিভ্রান্তি ঘুচল। মি. জিন্নাহ যখন সদর্পে ঘোষণা করলেন যে, পাকিস্তান হওয়ার ফলে তাঁর মাতৃভূমি স্বাধীন হয়নি, আসলে পরাধীনতা হস্তান্তরিত হয়েছে। সেই হতে তাঁর সংগ্রাম শুরু হলো। তিনি শুধু বাংলা ভাষার যথাযোগ্য মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন না, পূর্ববঙ্গের স্বাধিকারের সংগ্রামও শুরু করলেন। এ সংগ্রাম শুধু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে ছিল না, ছিল ওদের জুনিয়র পার্টনার স্থানীয় কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধেও আপসহীন সংগ্রাম।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ বলপ্রয়োগ করে এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ দখল করে। ওটা ছিল বেপরোয়া এবং নির্লজ্জ লুটপাটের কাল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদ অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়ে। ওরা তখন শোষণের হাতিয়াররূপে দেশীয় কায়েমি স্বার্থ এবং যুদ্ধের সুযোগে সৃষ্ট নতুন ধনী শ্রেণিটিকে জুনিয়র পার্টনাররূপে গ্রহণ করে। ডিকনোলাইজেশন শুরু হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ আরো দুর্বল হয়ে পড়ে। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া প্রধান বিজয়ীপক্ষরূপে আবির্ভূত হওয়ার ফলে সারা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মুক্তিসংগ্রাম নতুন প্রেরণা পায়। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা হয়ে ওঠে লক্ষ্যাদর্শী। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

পাকিস্তানি মার্কা খুদে সাম্রাজ্যবাদ তার কলোনি পূর্ববঙ্গ ঊনবিংশ শতাব্দীর ক্লাসিক বলপ্রয়োগ এবং বিংশ শতাব্দীর জুনিয়র পার্টনার সংগ্রহ এই উভয় নীতি প্রয়োগ করে। বঙ্গবন্ধু এই উভয় নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি পাকিস্তান ছিল সাম্রাজ্যবাদের জারজ সন্তান এবং সে তাই আছে এবং জারজ সন্তানের ভূমিকাই পালন করছে। তাই পূর্ববাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন। কেননা এজেন্টের ক্ষতি মানে মালিক

পক্ষেরও ক্ষতি। তাই পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতার সংগ্রাম ছিল প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামও। এ যুগের জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম মাত্রেই স্বদেশের জালেম শাসকদের কবল হতে মুক্তির সংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম।

সাম্রাজ্যবাদ তিন প্রকারের : রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকশ্রেণি বাংলাদেশের ওপর রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। পাঞ্জাবি সেনাবাহিনী রাজনৈতিক আধিপত্য রক্ষার জন্য নিযুক্ত হয়। বাংলাদেশের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্তৃত্ব পশ্চিম পাকিস্তানি ধনকুবের এবং সরকারি আর্থিক ও রাজনৈতিক সহায়তায় সৃষ্ট নতুন উদ্যোক্তাগণ (Entrepreneur) গ্রহণ করে। প্রশাসনিক যন্ত্রের সকল উঁচুপদে পাঞ্জাবিদের নিয়োগ করা হয়। সেনাবাহিনীতে তো পাঞ্জাবিরাই ছিল। এভাবে স্থাপিত হয় অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ। বাঙালির মাতৃভাষা বাংলাকে বাংলাদেশ হতে বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে প্রথমে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা করা হয়। ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদান ঐ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিলে শুরু হয় ইসলামি ঐক্যের নামে আরবি হরফে বাংলা লেখার চক্রান্ত। সেটা ব্যর্থ হলে অসংখ্য অপ্রচলিত আরবি, ফারসি, উর্দু শব্দে ভারাক্রান্ত করে বাংলা ভাষার নামে একটি খিচুড়ি ভাষা সৃষ্টির প্রয়াস। ষড়যন্ত্রকারীগণ এখানেই নিরস্ত হয়নি। তারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কবি রবীন্দ্রনাথবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সরকারি প্রচার মাধ্যমগুলোকে এই ষড়যন্ত্রের হাতিয়ার করা হয়। বাঙালির লোকসংস্কৃতিকে অনৈসলামিক প্রতিপন্ন করার জন্যও ওরা উঠে-পড়ে লাগে। বাঙালি মহিলাদের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং সাজ-সজ্জাকেও ওরা অনৈসলামিক ঘোষণা করে। এভাবে যুগ যুগব্যাপী সাধনায় গড়ে ওঠা বাঙালির সংস্কৃতির ওপর ওরা চারদিক থেকে আক্রমণ চালায়। এটাকেই বলে, সাংস্কৃতিক সাব-ভারশন। অন্য কথায় সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ। বলা বাহুল্য, জাতি পরিচিত তার ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা। পাকিস্তানি দুর্বৃত্তগণ বাঙালির মন ও মানস থেকে তার স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধ বিলোপ করতে প্রবৃত্তি হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উক্ত তিন ধরনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের পুরোধা ছিলেন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা ছিল উক্ত তিন ধরনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচি। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা ছিল তার সংক্ষেপিত এবং অধিকতর সোচ্চার ও বলিষ্ঠরূপ। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক বক্তৃতায় উক্ত ছয় দফা এক দফারূপে প্রকাশ পায়। আগেই বলেছি এ কালের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম মাত্রেই পরিণামে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে পরিণত হয়। কারণ, সাম্রাজ্যবাদ তার স্থানীয় এজেন্টদের রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসে।

তাই আমরা দেখতে পাই, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, তার মধ্য প্রাচ্যের গোপন এজেন্ট সৌদি আরব এবং সোভিয়েত রাশিয়াবিরোধী চীন গণহত্যায় রত পাকিস্তানকে সর্বতোভাবে সহায়তা করছে। অপরদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাম্রাজ্যবাদের শত্রু সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ও

অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত বাংলাদেশকে সহায়তা করছে। শেষোক্তদের সক্রিয় সহায়তা ব্যতিরেকে বাংলাদেশের অবস্থা কী হতো এখনও তা ভাবতে শঙ্কাবোধ হয়।

তিন ধরনের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামী এবং বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলেই ক্রুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ তার স্থানীয় ভাড়াটে এজেন্টদের দিয়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করায়। ৩রা নভেম্বর জেলখানায় হত্যা করা হয় বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, মনসুর আলী ও কামরুজ্জামানকে।

আজ সেই শোকাবহ ১৫ই আগস্ট। দশ বছর অতীত হয়ে গেছে। এই দশ বছরে বাংলাদেশে কী ঘটেছে এবং কী ঘটছে তৎপ্রতি তাকালেই আমরা বুঝতে পারব সাম্রাজ্যবাদের স্থানীয় ভাড়াটে এজেন্টগণ বঙ্গবন্ধুকে কেন হত্যা করেছিল। সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত বাংলাদেশের সংবিধানের চার লক্ষ্যাবলি, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে। আমদানি করা হয়েছে জাতীয়তাবিরোধী সাম্প্রদায়িকতা এবং অবাধ লুটপাটের পুঁজিবাদী অর্থনীতি। বিগত দশ বৎসরকালের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শিবির হতে তাদের শর্তে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ ও লিল্লাহ্‌রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এ টাকার সিংহভাগ তুলে দেওয়া হয়েছে দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা পাঁচ-দশজনের হাতে। বাকি শতকরা ৯০ জন আজ হাড্ডিসার নেংটিসার। সাহায্যকারী দেশ ও সংস্থাসমূহের নির্দেশে বাংলাদেশের বাজেট প্রণীত হয়, তাদের নির্দেশে কৃষকদের প্রদত্ত ভর্তুকি প্রত্যাহার করা হচ্ছে। অপরদিকে দেশের সম্পদ লুটপাটকারী রক্ত শোষকদের নানাভাবে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। জনসাধারণ হতে সংগৃহীত রাষ্ট্রীয় তহবিলের অর্থ এখন ব্যক্তি এবং গ্রুপের খামখেয়ালি পূরণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশ এখন সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়বৃত্তি করছে। সাম্রাজ্যবাদের পরীক্ষিত পুরাতন এজেন্টরাই এখন মসনদে। সংক্ষেপে বর্ণিত বাংলাদেশের বিগত দশ বৎসরের ঘটনাবলি হতেই প্রমাণিত হয় যে, বঙ্গবন্ধু ছিলেন সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী একজন খাঁটি জাতীয়তাবাদী নেতা। আজকের দিবসে সাম্রাজ্যবাদের আজ্ঞাবহ এজেন্টদের কব্জা থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার প্রত্যয়ে দৃঢ় শপথ গ্রহণ করাটাই হবে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি প্রকৃত মর্যাদা প্রদর্শন।

জয় বাংলা